পূজামণ্ডপে গীতা পাঠ করে ভাইরাল জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা

পূজা মন্ডপে গীতা পাঠ করে ফেসবুকে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মাও: মতিয়ার রহমান।

গত বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বাজে বামনদহ হরিতলা পালপাড়া পূজামণ্ডপে বক্তব্যের সময় তিনি গীতার শ্লোক পাঠ করেন। তার সেই গীতা পাঠের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে আলোচনা- সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক মতিয়ার রহমান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে সূরার সদস্য।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মাও: মতিয়ার রহমানের ভিডিওতে দেখা যায়, বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি গীতা পাঠ করেন। সে সময় সনাতন ধর্মাবলম্বী নারীরা উলুধ্বনি দেন ও শঙ্খ বাজান। গীতা পাঠ শেষে আগামীতে নির্বাচিত হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব পালনে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, আমি একা আসি নাই আমার সাথে বিএনপির নেতারাও আছেন।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, এই কোটচাঁদপুরে আলো বাতাস, মাটি ও মায়া মমতাই আমি বেড়ে ওঠেছি। ইসলামী আদর্শের ব্যক্তি হলেও আমার ভেতর বাস করে একজন ভালো সনাতনী হিন্দু ব্রাহ্মণ, আমার ভেতরে বাস করেন একজন ভালো খ্রিষ্টান এবং একজন ভালো মুসলিমও।

তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্য বলেন, বিশ্বাস করুন হিন্দু ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে মুসলমানদের কোরআন পাওয়ার সাড়ে ৪ হাজার বছর পূর্বে। এই জাতিটা বাস করতো ভারতের কালীকোটের মালমল সিন্দুর হ্রদের অববাহিকায়। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত ওরা সেখানে বাস করেছে।

গত বৃহস্পতিবার দুর্গাপূজার সপ্তমির রাত ১০টার দিকে বাজেবামনদাহ হরিতলা পালপাড়া পূজাম-প পরিদর্শনে যান কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের নেতাকর্মীরা। অন্যান্যদের বক্তব্যের পর প্রধান অতিথি

অধ্যাপক মতিয়ার রহমান কথা বলেন। বক্তব্যে ইসলাম ও সনাতন ধর্ম সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। হরিতলা পালপাড়া পূজাম-পের আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি গুরুদাস বিশ্বাস জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার পর জামায়াতের নেতা মতিয়ার রহমানসহ আরও কয়েকজন ম-পে এসেছিলেন। অধ্যাপক মতিয়ার রহমান তার বক্তব্যে তিনি আমাদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দেন। পরে গীতা থেকে একটি শ্লোক পাঠ করেন।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক মতিয়ার রহমানের সাথে সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

ভারতীয় পুরোহিত রামগিরি মহারাজ বিজেপি নেতা নিতেশ নারায়ণ এবং বাংলাদেশের পার্থ বিশ্বাস পিন্টু কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি এবং ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলির বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) বিকেল ৫ টার দিকে মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে মেহেরপুর শহরের জেলা মডেল মসজিদ চত্ত্বরে থেকে এই মিছিল শুরু হয়।

“রামগিরির দুই গালে জুতা মারো তালে তালে”, “বিশ্ব মুসলিম অস্ত্র ধরো ফিলিস্তিন স্বাধীন করো”, “সাবিলুনা সাবিলুনা আল জিহাদ আল জিহাদ” সহ বিভিন্ন স্লোগানে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌর সভার সামনে এসে মিছিলটি শেষ হয়। পরে যেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও ইমাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজন অংশগ্রহণ নেয়।

জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি হযরত মাও. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি সাদিকুর রহমান, জেলা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি হাফিজুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মুফতি আবু বকর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাও. আঃ কাদের প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তিকারী ভারতের পুরোহিতকে দ্রুত গ্রেপ্তার এবং গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলীর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানান। সমাবেশ শেষে মুসলিম জাহানের শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও মাও. ইয়ারুল ইসলাম, মাও. খাইরুল ইসলাম, মাও. জাবের হুসাইন, মাও. গোলাম কিবরিয়া, মাও. মহসিন, মাও. মিনারুল ইসলাম, মাও. ইলিয়াস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নবী মুহাম্মাদ (সা:) ও ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ

ভারতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) ও ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সাধারণ ছাত্রের ব্যানারে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠ থেকে একটি একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ।

এতে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সমেনুজ্জামান সোমেন, শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান, মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ জুবায়ের হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ থেকে বক্তারা হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিশ্ব নবীর অপমান

বরদাস্ত করা হবে না। এছাড়াও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করায় আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন শিক্ষার্থীরা।

ঝিনাইদহের বিষয়খালীতে ঈদে মিলাদুনবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী বাজার পুরাতন জামে মসজিদে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৪ হিজরী উদযাপন উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) শীর্ষক আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বাদ মাগরিব বিষয়খালী বাজার পুরাতন জামে মসজিদে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি আমির আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা ডাঃ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

বিষয়খালী বাজার পুরাতন জামে মসজিদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মসজিদ কমিটির প্রধান উপদেষ্টা খুরশিদ আলম মিঞা, জামাতে ইসলামি বাংলাদেশের মহারাজপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা আহম্মদ আলী, ইউপি সদস্য আতিকুর রহমান আতিক, মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সলেমান সরদার, উপদেষ্টা আব্দুল জলিল, কোষাধ্যক্ষ ইব্রাহিম মিয়া, সদস্য ও মিঞা অটো রাইস মিলের সত্বাধিকারী সাজেদুল ইসলাম সাজু, সদস্য ও সাংবাদিক বসির আহাম্মেদ, সদস্য সুজন মিয়া, নাছির উদ্দিন, মনোয়ার সরদার, মোস্তফা মালিতা, মসজিদে ইমাম হাফেজ মাওলানা ওহিদুল ইসলাম, উত্তর পাড়া জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মুকুল হোসেন, ব্যবসায়ী দবির আলী উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা ডাঃ হাবিবুর রহমান আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর

রেখে যাওয়া আদর্শ মেনে চলা যায় তাহলে আমাদের মানব জীবন পরিপূর্ণ হবে। সম্প্রতি ভারতীয় পুরোহিত কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে অবমাননাকর কটুক্তি ও ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাতে বিজেপি নেতার সমর্থনের প্রতিবাদে নিন্দা প্রকাশ করেন। একই সাথে এসব ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসার আহবান জানান।

মহেশপুর উপজেলা ওলামা ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ

ভারতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলা ওলামা ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কলেজ স্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। এতে মহেশপুর কওমি মাদ্রাসার সহ-সভাপতি নাজির আহমেদ, উপজেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি মুফতি রফিকুল ইসলাম, ওলামা পরিষদ মহেশপুর শাখার সেক্রেটারি সরোয়ার হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ থেকে বক্তারা হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিশ্ব নবীর অপমান বরদাস্ত করা হবে না। এছাড়াও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করায় আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন মুসল্লিরা।

দামুড়হুদা উপজেলা ওলামা পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল

হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর কটুক্তি করায় দামুড়হুদা উপজেলা ওলামা পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল পাঁচটার দিকে দামুড়হুদা চৌরাস্তার মোড় থেকে মিছিল বের হয়ে বাসস্ট্যান্ড ঘুরে আবার চৌরাস্তায় মোড়ে এসে শেষ হয়।

জানাযায়, ভারতের এক হিন্দু পুরহিত রামগীরি মহরাজ এবং তার সম্মর্থন করে বি জে পি সংসদ নিতেশ রানে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর অশ্লীলীন নানা কটুক্তি করাই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্ম প্রাণ মুসল্লিরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলা উলামা পরিষদের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়।

এ সময় বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমান কারীদের গ্রেফপ্তার করে হিন্দু পুরোহিত রামগিরি মহারাজ কে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদণ্ডর দাবি করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি আলী আকবর, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সবুর কোষাধক্ষ্য দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি ইখলাস উর রহমান, উপজেলা মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আশরাফুল আলম । মুফতি আব্দুল আওয়াল, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ, মাওলানা আরিফুল ইসলাম, দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সহসুপার অবসরপ্রাপ্ত জয়নাল আবেদিন, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সহ-সভাপতি মুনতাজ আলীসহ এলাকার ধর্মপ্রান সাধারণ মানুষ।

দর্শনায় উলামা পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ভারতের পুরোহিত রামগিরি মহারাজ ও মন্ত্রী নিতেশ রানে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) কে অবমাননা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে সারা দেশের ন্যায় দর্শনা পৌর উলামা পরিষদের উদ্যোগে শহীদ শাহারিয়া শুভ মঞ্চ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে দর্শনার প্রধান সড়ক গুলো প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা বাসস্টান্ড ঘুরে আবার মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়।

উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতী জুনাইদ আল আযাদ, মুফতী ওমর ফারুক, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাও. আ. খালেক, মাও হুসাইন আহমাদ, মুফতী ইউনুস আলী, হাফেজ জুবায়ের, মাও হুজাইফা, কারী জুবায়ের, মাও নিযামুদ্দীন মাও সিরাজুল ইসলাম, মাও নূরুল ইসলাম মাও আ. রাজ্জাক প্রমুখ। দুআ পরিচালনা করেনঃ মুফতী আবুল বাশার।

আল্লাহকে কটাক্ষের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুরের জিয়া নামের এক কথিত সাংবাদিকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলার করমদী পাগলার ব্রীজ এলাকায় এই মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন ‘উলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-মাওলানা হারুন অর রশিদ. মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা সিয়াম মনোয়ার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাদশা, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা কায় খসরু, স্থানায় গণ্যমান্য ব্যক্তি জুলফিকার আলী, আব্দুর রহিম, ফরহাদ হুসাইনসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিববৃন্দ, হাফেজবৃন্দ ও তৌহিদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাগলার ব্রীজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে জিয়ার গ্রামের বাড়ি পলাশীপাড়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এসময় নাস্তিক জিয়াকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আল্লাহ ও নবীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে সেই সব নাস্তিকদের ফাঁসি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ. তার প্রেরিত রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স:)কে নিয়ে এমন মন্তব্য করার সাহষ না পায়।

বক্তারা আরও বলেন, কথিত সাংবাদিক জিয়া এলাকার মানুষকে সাংবাদিকতার ভয়ভীতি দেখিয়ে হয়রানিসহ ব্লাকমেইল করে বহু মানুষকে হয়রানি নির্যাতন করেছে। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করে এলাকার মানুষের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাল্য বিয়ে আখ্যা দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার

অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা আজ সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসনকে সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে.এম. সিরাজুম মূনিরের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (সার্বিক) এবং অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মু: তানভীর হাসান রুমান, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব) এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রনি আলম নূর, জেলা ইমাম সমিতির

সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের ইমাম মাওলানা মোঃ শাহ জালাল, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব ড.অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, এডভোকেট বিমল বিশ্বাস, জেলা মডেল মসজিদের ইমাম সাদিকুর রহমান, গাংনী মডেল মসজিদের ইমাম জাহিদ হাসান, কোট মসজিদের ইমাম জুবায়ের হোসেন প্রমুখ।

মেহেরপুরে প্রস্তাবিত হজ্ব যাত্রীদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর প্রস্তাবিত হজ্ব যাত্রীদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার সময় তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলা মেহেরপুরের আয়োজনে প্রস্তাবিত হজ্ব যাত্রীদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুল ইসলাম সভাপতিত্বে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক এ জেএম সিরাজুম মূনীর।

বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জাতীয় ইমাম পরিষদের সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ রোকুনুজ্জামান, মেহেরপুর সদর থানা তদন্ত ওসি মোঃ মিজানুর রহমান, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির এজিএম মোঃ রমজান আলী, তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার উপদেষ্টা ও নওদাপাড়া জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা আবুল হাশেম, তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার উপদেষ্টা চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মোঃ খালিদ সাইফুল্লাহ।

এ ছাড়াও ভেড়ামারা ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপক সাংবাদিক শাহ জামালের সঞ্চালনায় প্রস্তাবিত ২৭ জন হজ্ব যাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে দোয়া মাহফিল ও মোনাজাতের মাধ্যমে প্রস্তাবিত হজ্ব যাত্রীদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষ হয়।